রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ ভাদ্র, ১৪২৪ মোতাবেক ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ ভাদ্র, ১৪২৪ মোতাবেক ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১৯/২০১৭

Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, 1972 (P.O.No. 27 of 1972) রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, 1972 (P.O.No. 27 of 1972) রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"করপোরেশন"** অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত কোনো করপোরেশন;

(২) **"কোম্পানি আইন"** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন);

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(৩) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ করপোরেশনের চেয়ারম্যান;

(৪) **"তফসিল"** অর্থ এই আইনের কোনো তফসিল;

(৫) **"পরিচালক"** অর্থ কোনো করপোরেশনের কোনো পরিচালক;

(৬) **"পরিচালনা পর্ষদ"** অর্থ কোনো করপোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ;

(৭) **"প্রবিধান"** অর্থ ধারা ২৪ অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) **"বিধি"** অর্থ ধারা ২৩ অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) **"শিল্পপ্রতিষ্ঠান"** অর্থ বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান যাহা কোনো করপোরেশনের অধীন আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত;

(১০) **"সরকার"** অর্থ কোনো করপোরেশন Allocation of Business অনুযায়ী যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাভুক্ত উহার ক্ষেত্রে উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ।

৩। **করপোরেশনসমূহের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, 1972 (P.O.No. 27 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত করপোরেশনসমূহ এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত, যথা:—

(ক) বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন, যাহা প্রথম তফসিলে বর্ণিত পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত;

(খ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন, যাহা দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্য দ্বারা সুতা ও বস্ত্র উৎপাদন সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত;

(গ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন, যাহা তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত;

(ঘ) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন, যাহা চতুর্থ তফসিলভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত;

(ঙ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন, যাহা পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত;

(২) প্রত্যেক করপোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **করপোরেশনের কার্যালয়।**—প্রত্যেক করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

৫। **সাধারণ পরিচালনা।**—পরিচালনা পর্ষদ করপোরেশনের সকল কার্য সম্পাদন ও উহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৬। **পরিচালনা পর্ষদ গঠন—(১)** পরিচালনা পর্ষদ একজন চেয়ারম্যান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যূন ৬ (ছয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান এবং পরিচালক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো পরিচালক যেকোনো সময় স্বীয়পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহার পদত্যাগপত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

(৪) পরিচালনা পর্ষদ গঠনে কোনো ত্রুটি বা পদ শূন্যতার কারণে পর্ষদের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

৭। **প্রধান নির্বাহী।—(১)** পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রত্যেক করর্পেরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান এবং পরিচালকগণ সরকার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং কার্য সম্পাদন করিবেন।

৮। **পরিচালনা পর্ষদের সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে এবং তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিচালক সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন ৪ (চার) জন পরিচালকের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) পরিচালক পদের কোনো শূন্যতা অথবা পর্ষদ গঠনে কোনো ত্রুটির কারণে পরিচালনা পর্ষদের কোনো কার্য বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না অথবা কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) প্রত্যেক করপোরেশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এবং, সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক করপোরেশনের কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা, ইত্যাদি নিয়োগ**।—প্রত্যেক করপোরেশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা ও পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

১১। **শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক হস্তান্তর**।—(১) তফসিলভুক্ত কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা উহার কোনো শেয়ার বা স্বত্বাধিকার বা অন্যকোনো অধিকার জাতীয় স্বার্থে, প্রয়োজনে, সরকার সুবিধাজনক পদ্ধতি ও শর্তে কোনো করপোরেশন বা ব্যক্তির নিকট বিক্রয় অথবা অন্যবিধ হস্তান্তর করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিক্রয় অথবা অন্যবিধ হস্তান্তরের পর চুক্তির শর্ত লংঘন বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য সরকার বিক্রয় ব্যতীত অন্যবিধ হস্তান্তর চুক্তি বাতিলপূর্বক উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ফেরৎ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা উহার কোনো শেয়ার বা স্বত্বাধিকার বা অন্যবিধ অধিকার সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রয় বা অন্যবিধ হস্তান্তর করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহা তফসিল হইতে বিয়োজন করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান যে করপোরেশনে ন্যস্ত হইয়াছিল উহার নিকট হইতে প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে—

(ক) এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধারা ১২, ১৩ ও ১৪ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না বা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত ধরন, পদ্ধতি বা শর্তাদি প্রযোজ্য হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (১) এর অধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় বা হস্তান্তর অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালনার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট সংঘ-স্মারক বা সংঘবিধির অনুবর্তী পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা উহার শেয়ার বা স্বত্বাধিকার বা অন্যকোনো অধিকার বিক্রয় বা অন্যবিধ হস্তান্তর করিলে বিক্রয় বা হস্তান্তর পূর্ব সময়কালের জন্য উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সভা অনুষ্ঠান, ব্যালান্স শীট, ন্যূনতম চাঁদা, প্রসপেক্টাস, প্রসপেক্টাসের পরিবর্তে বিবরণী, রিটার্ন দাখিল এবং শেয়ার বা অধিকার হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানি আইনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা উহার শেয়ার বা স্বত্বাধিকার বা অন্যবিধ অধিকার, অধিকাংশ শেয়ারের মালিক সরকার বা করপোরেশন এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিক্রয় বা অন্যবিধ হস্তান্তর করিলে এইরূপ বিক্রয় বা হস্তান্তরের জন্য কোনো ট্যাক্স, ফি, লেভি বা চার্জ প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) কোনো আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এইরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা উহার শেয়ার বা স্বত্বাধিকার বা অন্যবিধ অধিকার উপ-ধারা (১) এর অধীন হস্তান্তরিত হইলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পে-রোলভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং যে করপোরেশনের অধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি সরকার কর্তৃক ন্যস্ত হয় উহার প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি, নিয়োগের সূত্র বা উৎস নির্বিশেষে, উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত করপোরেশন বা উহার অধীন অন্যকোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হইবেন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন হস্তান্তরিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলি নূতন নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি হস্তান্তরের পূর্বে বিদ্যমান শর্তাদি ও প্রচলিত নিয়ম অব্যাহত থাকিবে।

১২। **শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা**।—তফসিলভুক্ত কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা, ক্ষেত্রমত, করপোরেশনে ন্যস্তকৃত কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংঘ-স্মারক অথবা সংঘবিধি অথবা কোনো সনদ, চুক্তি অথবা অন্যবিধ দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার এইরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের—

(ক) দক্ষ পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) পরিচালনা পর্ষদ অবলুপ্ত করিতে পারিবে এবং নূতন পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে;

(গ) ব্যবস্থাপনা এজেন্সি চুক্তির অবসান করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) সংঘ-স্মারক বা সংঘবিধি অথবা কোনো সনদ, চুক্তি বা দলিল পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

১৩। **করপোরেশন কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ**।—(১) তফসিলভুক্ত বা করপোরেশনে ন্যস্তকৃত কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ও কার্যাবলি এতদুদ্দেশ্য প্রণীত প্রবিধান সাপেক্ষে করপোরেশন নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও উহার উন্নয়ন সাধন করিবে।

(২) তফসিলভুক্ত বা, ক্ষেত্রমত, করপোরেশনে ন্যস্তকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ ক্ষমতা অর্পণ করিবে, করপোরেশন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(৩) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন করপোরেশন অন্য কোনো আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।

(৪) করপোরেশন তফসিলভুক্ত বা অন্য কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বা কোনো কোম্পানির শেয়ার অথবা অধিকার ধারণ করিতে পারিবে।

১৪। **কতিপয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে করপোরেশনের করণীয়**।—এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে করপোরেশন, কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের, উহা কোম্পানি আইনের অধীন নিগমিত হউক বা না হউক, অধিকাংশ শেয়ার বা স্বত্বাধিকার বা অন্যকোনো অধিকার ধারণ করে সেই ক্ষেত্রে করপোরেশন—

(ক) নিশ্চিত করিবে যে, অনুরূপ প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক পরিষদ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনা করিতেছে এবং পরিষদ বাণিজ্যিকভাবে ও দক্ষতার সহিত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় কার্যকর কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিতেছে;

(খ) নিশ্চিত করিবে যে, প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনায় অনুরূপ প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংঘ-স্মারক ও সংঘবিধি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হইতেছে;

(গ) অনুরূপ কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি নিগমিত না হয় তাহা হইলে উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি আইনের অধীন লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিগমিত করিবার সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যথাশীঘ্র সম্ভব গ্রহণ করিবে;

(ঘ) দফা (গ) এ উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংঘ-স্মারক, সংঘবিধি, সনদ, চুক্তি বা অন্যবিধ দলিল সংশোধন করিতে পারিবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিবেচনায়, প্রয়োজনে, একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে অন্য একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫। **করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন**।—(১) প্রত্যেক করপোরেশনের প্রারম্ভিক অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এবং পরিশোধিত হইবে।

(২) প্রত্যেক করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত হইবে।

১৬। **বাজেট**।—করপোরেশন, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থবৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থবৎসরে সরকারের নিকট হইতে করপোরেশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৭। **করপোরেশনের অর্থ ব্যয়**।—করপোরেশন ধারা ১৬ এর অধীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাৎসরিক বাজেট বিবরণীর ভিত্তিতে যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।

১৮। **ঋণ গ্রহণ**।—করপোরেশন উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বনুমোদনক্রমে, জামানতবিহীন বা জামানতসহ ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯। **কমিটি গঠন**।—পরিচালনা পর্ষদ উহার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, প্রয়োজনে, কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২০। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) করপোরেশন যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা পালন করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর করপোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও করপোরেশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য করপোরেশন অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত কোনো "Chartered Accountant" দ্বারা করপোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে করপোরেশন এক বা একাধিক "Chartered Accountant" নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত "Chartered Accountant" সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) করপোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত "Chartered accountant" করপোরেশনের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, পরিচালক বা করপোরেশনের যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২১। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) করপোরেশন প্রতি বৎসর তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, যে কোনো সময়, করপোরেশনের নিকট হইতে উহার যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন, বিবরণী বা রিটার্ন আহবান করিতে পারিবে এবং করপোরেশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২২। **করপোরেশনের অবসায়ন** ।—কোম্পানি আইনে উল্লিখিত অবসায়ন সংক্রান্ত বিধানাবলি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকার সরকারি আদেশ দ্বারা করপোরেশন অবসায়ন করিতে পারিবে।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা** ।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করপোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। **সম্পদ, দায়, কর্মচারী স্থানান্তরে সরকারের ক্ষমতা**।—সরকার আদেশ দ্বারা কোনো সম্পত্তি, সম্পদ ও দায়ের অংশবিশেষ এবং কোনো কর্মচারীকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে কোনো করপোরেশনের নিকট স্থানান্তর করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—**"কর্মচারী"** অর্থে কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

২৬। **ক্ষমতা অর্পণ**।—(১) করপোরেশন দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদ ইহার ক্ষমতা চেয়ারম্যানের নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান তাহার ক্ষমতা করপোরেশনের কর্মচারীগণের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন।

২৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, 1972 (P.O.No. 27 of 1972) এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও,—

(ক) রহিত Order এর অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) রহিত Order এর অধীন প্রতিষ্ঠিত করপোরেশনসমূহ, অতঃপর বিলুপ্ত করপোরেশনসমূহ বলিয়া অভিহিত, এর—

(অ) অধীন ন্যস্তকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ করপোরেশনসমূহের অধীন ন্যস্ত রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(আ) সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, প্রকল্প এবং অন্য সকল প্রকার দাবি ও অধিকার করপোরেশনসমূহের সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, সম্পত্তি, অর্থ, প্রকল্প এবং দাবি ও অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে;

(ই) সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব করপোরেশনসমূহের ঋণ ও দায়-দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঈ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে ও নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন করপোরেশনসমূহের বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(উ) সকল চুক্তি ও দলিল, যাহাতে উহা পক্ষ ছিল, করপোরেশনসমূহের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে এমনভাবে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে যেন করপোরেশনসমূহ উহাতে পক্ষ ছিল; এবং

(ঊ) কর্মচারীগণ যে নিয়ম ও শর্তে উহাতে কর্মরত ছিলেন, পরিবর্তিত বা পুনরাদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, সেই একই নিয়ম ও শর্তে করপোরেশনের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

২৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম তফসিল
বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ
(ধারা ৩(১)(ক) দ্রষ্টব্য)

(ক) বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের নাম :

১। লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ, ডেমরা, ঢাকা।

২। করিম জুট মিলস লিঃ, ডেমরা, ঢাকা।

৩। বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

৪। ইউনাইটেড জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

৫। মেঘনা জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

৬। চাঁদপুর জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

৭। রাজশাহী জুট মিলস লিঃ, রাজশাহী।

৮। জাতীয় (সাবেক কওমী) জুট মিলস লিঃ, সিরাজগঞ্জ।

৯। জুটো ফাইবার গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১০। আমিন জুট মিলস লিঃ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১১। আমিন ওল্ডফিল্ড লিঃ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১২। গুল আহমদ জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।

১৩। হাফিজ জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।

১৪। এম এম জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।

১৫। আর আর জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।

১৬। বাগদাদ-ঢাকা-কার্পেট ফ্যাক্টরী, চট্টগ্রাম।

১৭। গালফ্রা হাবিব লিঃ, চট্টগ্রাম।

১৮। মিলস ফার্নিসিং লিঃ, চট্টগ্রাম।

১৯। কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।

২০। ফোরাত-কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী, চট্টগ্রাম।

২১। কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ, যশোর।

২২। যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রাজঘাট, নোয়াপাড়া, যশোর।

২৩। আলিম জুট মিলস লিঃ, খুলনা।

২৪। ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ, খুলনা।

২৫। ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ, খুলনা।

২৬। প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ, খুলনা।

২৭। স্টার জুট মিলস লিঃ, খুলনা।

২৮। খালিশপুর জুট মিলস লিঃ (সাবেক পিপলস), খুলনা।

২৯। দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ, খুলনা।

৩০। মনোয়ার জুট মিলস লিঃ, নারায়ণগঞ্জ।

(খ) পুনঃঅধিগ্রহণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম :

১। এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস লিঃ, মাদারীপুর।

দ্বিতীয় তফসিল

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ

(ধারা ৩(১)(খ) দ্রষ্টব্য)

(ক) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের নাম :

১। বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ-১, নওয়াপাড়া, যশোর।

২। বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ-২, নওয়াপাড়া, যশোর।

৩। সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস লিঃ-১, সাতক্ষীরা।

৪। সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস লিঃ-২, সাতক্ষীরা।

৫। আমিন টেক্সটাইল মিলস লিঃ-১, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৬। আমিন টেক্সটাইল মিলস লিঃ-২, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৭। রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৮। দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ, দারোয়ানী, নীলফামারী।

৯। টাংগাইল কটন মিলস লিঃ, গোড়াই, টাংগাইল।

১০। দোস্ত টেক্সটাইল মিলস লিঃ, রাণীরহাট, ফেণী।

১১। দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, সদরপুর, দিনাজপুর।

১২। আর, আর, টেক্সটাইল মিলস লিঃ, সিতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

১৩। রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ঘাগড়া, রাঙ্গামাটি।

১৪। কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস লিঃ, টংগী, গাজীপুর।

১৫। চিত্তরঞ্জন কটন মিলস লিঃ, গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

১৬। মাগুরা টেক্সটাইল মিলস লিঃ, মাগুরা।

১৭। আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ডেমরা, ঢাকা।

১৮। খুলনা টেক্সটাইল মিলস লিঃ, খুলনা।

১৯। সিলেট টেক্সটাইল মিলস, ইসলামপুর, সিলেট।

২০। কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস, নাজিরা, কুড়িগ্রাম।

২১। ভালিকা উলেন মিলস লিঃ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

(খ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের লিকুইডেশন সেলে ন্যস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম :

১। মোহিনী টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কুষ্টিয়া।

২। ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিলস লিঃ, মিরেরবাগ, ঢাকা।

৩। চিশতী টেক্সটাইল মিলস লিঃ, দৌলতপুর, কুমিল্লা।

(গ) পুনঃঅধিগ্রহণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম :

১। এশিয়াটিক কটন মিলস লিঃ, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম।

২। আফসার কটন মিলস লিঃ, সাভার, ঢাকা।

৩। জলিল টেক্সটাইল মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।

৪। ঈগল স্টার টেক্সটাইল মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।

৫। কোকিল টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

(ঘ) জাতীয়করণকৃত বাস্তব সম্পদবিহীন নামসর্বস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম :

১। পারুমা টেক্সটাইল মিলস লিঃ।

২। এলাহী কটন মিলস লিঃ।

৩। রূপালী নাইলন লিঃ।

তৃতীয় তফসিল

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের অধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ

(ধারা ৩(গ)(১) দ্রষ্টব্য)

১। পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ, পঞ্চগড়।

২। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, ঠাকুরগাঁও।

৩। সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

৪। রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৫। রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ, রাজশাহী।

৬। নাটোর সুগার মিলস লিঃ, নাটোর।

৭। পাবনা সুগার মিলস লিঃ, দাশুরিয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা।

৮। নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিঃ, গোপালপুর, নাটোর।

৯। কুষ্টিয়া সুগার মিলস লিঃ, জগতি, কুষ্টিয়া।

১০। রেণউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লিঃ, কুষ্টিয়া।

১১। মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ, নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ।

১২। জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ, জয়পুরহাট।

১৩। শ্যামপুর সুগার মিলস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর।

১৪। কেরু এন্ড কোং (বিডি) লিঃ, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

১৫। জিলবাংলা সুগার মিলস লিঃ, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।

১৬। ফরিদপুর সুগার মিলস লিঃ, মধুখালী, ফরিদপুর।

চতুর্থ তফসিল
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের অধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ
(ধারা ৩(ঘ)(১) দ্রষ্টব্য)

(ক) বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠান

১। ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড (ইসিএল)।

২। ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড (ইটিএল)।

৩। এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল)।

৪। গাজী ওয়্যারস লিমিটেড (গাওলি)।

৫। জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ (জিইএমকো)।

৬। ঢাকা স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড (ডিএসডব্লিউএল)।

৭। ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড (এনটিএল)।

৮। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (পিআইএল)।

৯। বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিমিটেড (বিবিএফএল)।

(খ) বর্তমানে বন্ধ প্রতিষ্ঠান

১। বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানী লিমিটেড।

২। বাংলাদেশ স্টীল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

৩। মেহার ইন্ডাস্ট্রিজ (বাংলাদেশ) লিমিটেড।

৪। রহিম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

পঞ্চম তফসিল

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প করপোরেশনের অধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ

(ধারা ৩(ঙ)(১) দ্রষ্টব্য)

১। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ।

২। চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ।

৩। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ।

৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ।

৫। ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ।

৬। ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ।

৭। পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ।

৮। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ।

৯। টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ।

১০। কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ।

১১। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ।

১২। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ।

১৩। বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ।

১৪। উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরী লিঃ।

১৫। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিঃ।

১৬। কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যালস্।

১৭। নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ।

১৮। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ।

১৯। ঢাকা লেদার কোম্পানী লিঃ।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯-এ প্রদত্ত রায়ে সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার কারণে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ বিলুপ্ত করা হয়। ফলে ১৯৭৯ সালের ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হইতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত সময়ে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারায়। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল আপীল নং-৪৮/২০১১ মামলায় দেয়া রায়ে সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার কারণে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ বিলুপ্ত করা হয়। ফলে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারায়। উহাতে Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (পিও ২৭/৭২) এর ১০ সংশোধনী অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারায়।

মূল আইনটি (পিও ২৭/৭২) এর ১০টি সংশোধনী হওয়ায় উহার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই সংশোধিত হয়ে যায় এবং পেট্রোবাংলা সম্পর্কিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আইন হওয়ায় বর্ণিত মূল আইন হতে পেট্রোবাংলা সম্পর্কিত অংশ বাদ দিয়ে মূল আইন (পিও ২৭/৭২) ও উহার ১০টি সংশোধিত অধ্যাদেশ সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৭' প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই বিলে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে বিধায় বিলটি মন্ত্রিসভা-বৈঠকের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনের লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (পিও ২৭/৭২) এবং পরবর্তীতে উহার ১০টি সংশোধনী অধ্যাদেশ হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণের উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৭' শীর্ষক বিলটি সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

আমির হোসেন আমু
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd